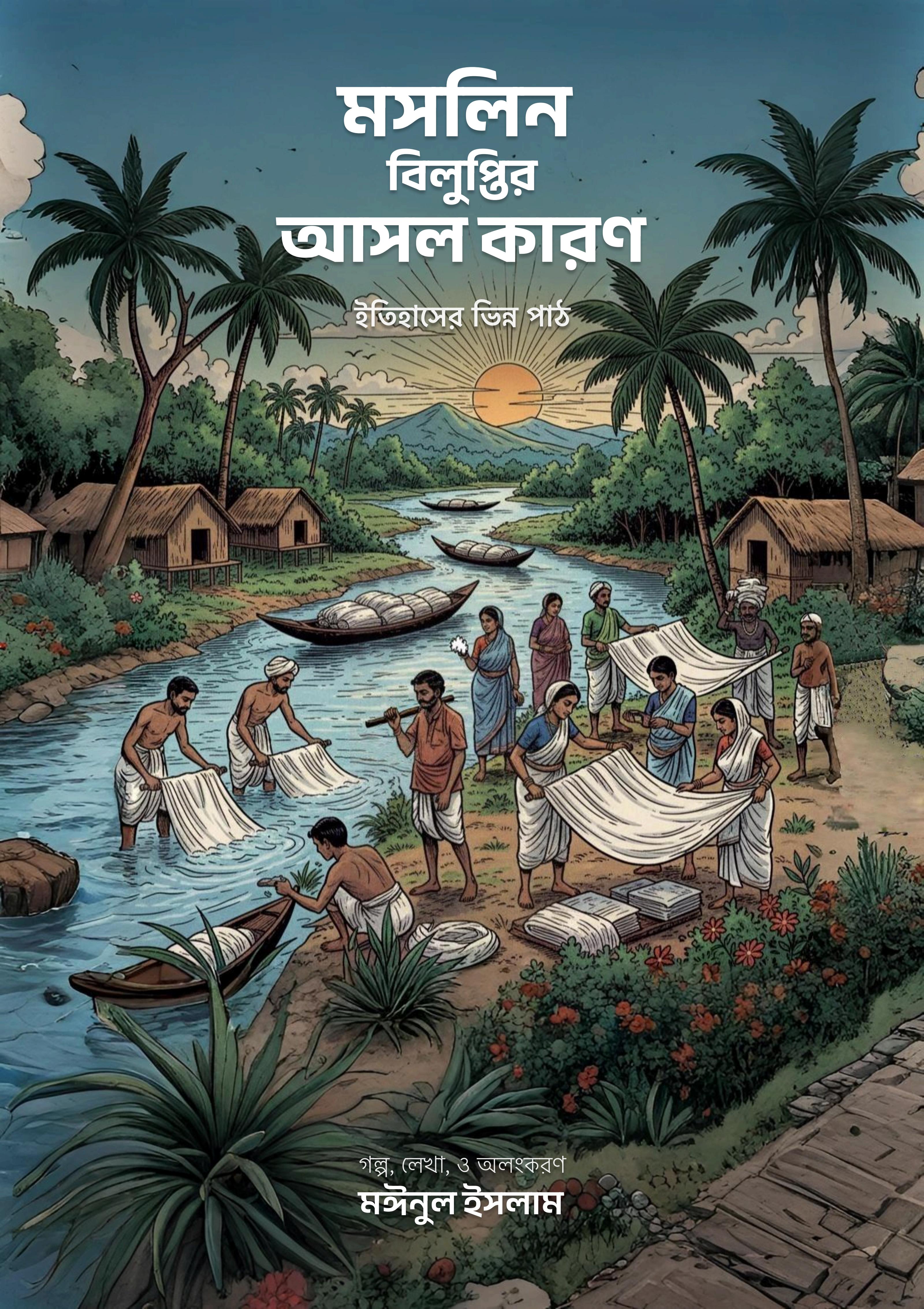


মসলিন বিলুপ্তির আসল কারণ

ইতিহাসের ভিন্ন পাঠ



গল্প, লেখা, ও অলংকরণ
মস্তুল ইসলাম

মসলিন

বিলুপ্তির

আমল কাবণ

ইতিহাসের ভিন্ন পাঠ



মঙ্গনুল ইসলাম



উপক্রমণিকা

বাংলার ঐতিহ্যবাহী মসলিন আজ বিলুপ্ত। আমরা পাঠ্যবইতে পড়েছি ব্রিটিশ শাসকরাই আমাদের এই মসলিন বিলুপ্তির পিছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু আমরা আসলে সত্যের অর্ধেকটা জানি মাত্র।

ছোট এই কমিক আয়োজন মূলত ইতিহাসের এই ভিন্ন পাঠের মাধ্যমে সত্যকে সচিত্র উপলব্ধ করানোর একটি প্রয়াসমাত্র। বিশেষ করে ছোটদের জন্য এই ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনের লোভ সামলাতে পারিনি। আমার ছেলের অনেক প্রশ্ন মসলিন নিয়ে— তার জন্যই মূলত এই কমিক তৈরির উদ্দেশ্য নেয়া।

কমিকটি তৈরিতে যত্ন করে স্ক্রিপ্ট গোছানো হয়েছে। ছবি কৃতিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি করলেও তাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। আপক্ষেল, আউটপেইন্ট, এআই রিটাচ ছাড়াও অনেক ছবিতেই হাতে ধরে ছোট ছোট রিটাচ করতে হয়েছে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষ চরিত্র একই রাখতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, কারণ পুরো কাজটা বিনামূল্যে পাওয়া এআই দিয়ে করা।

এআই-এর সহায়তায় করা এটা আমার একাকী করা দ্বিতীয় কমিক। আগের কমিকটি (**রিহান-এর বাগান**) করেছিলাম ২০২৩-এ। এখন পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে।

ছবি এআই দিয়ে তৈরি বলে অনেক কিছুই সূক্ষ্মতার বিচারে ঐতিহাসিক নাও হাতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া গতি নেই।

— মঙ্গনুল ইসলাম

১১ নভেম্বর ২০২৫

প্রাথমিক তথ্য-উৎস

মুনতাসীর মামুন-এর ঢাকার

মসলিন (ফর্কয়ারি ২০০৫),
এবং সংবাদ-মাধ্যম থেকে
সাম্প্রতিক তথ্য

৬ বছর
বয়সোর্ধে

প্রকাশিত
নভেম্বর ২০২৫

গ্রন্থস্থ
লেখক

মঙ্গনুল ইসলাম

এবং কৃতিম বুদ্ধিমত্তা

তৈরি করেছেন

মঙ্গনুল ইসলাম

AI প্রস্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, ছবি
তৈরি, ছবি সম্পাদনা, এবং
প্যানেল নকশা

একটি
nishachor.com

পরিবেশনা

বিনামূল্যে পড়ুন এখানে:

<https://mayeenulislam.github.io/comics>



আপনাদের ভালোলাগা, মন্দ লাগা লিখে জানান:

islam.mayeenul@gmail.com

এককালে বাংলার **মেঘনা** নদীর তীরে ছিলো
এক জাদুকরি কাপড়, নাম তার **ঢাকাই মসলিন!**

০১



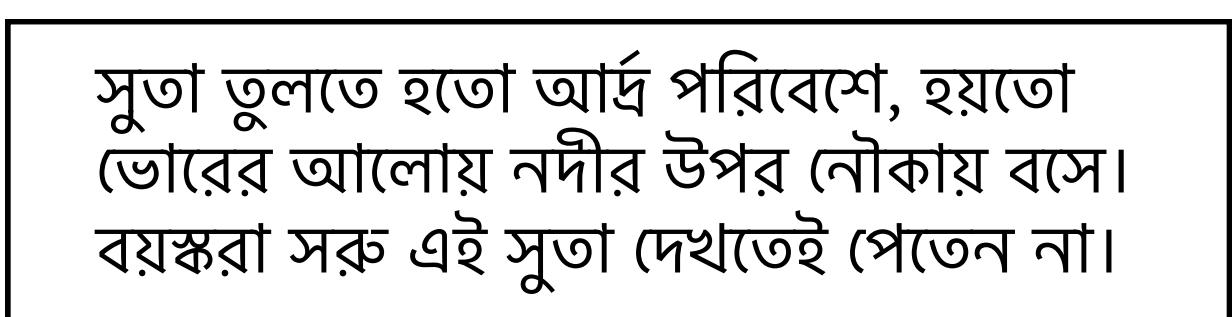
ঢাকার সোনারগাঁও



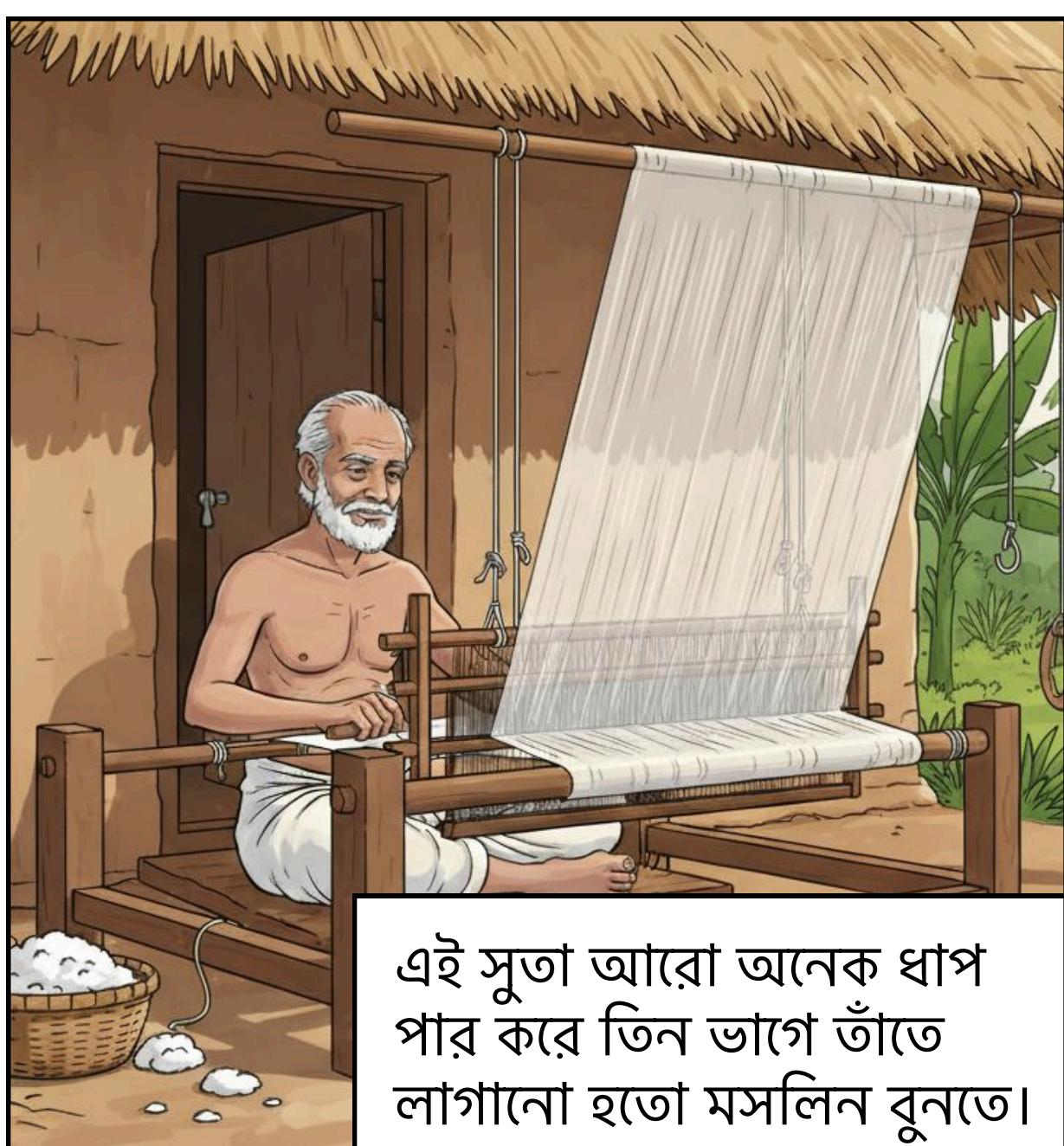
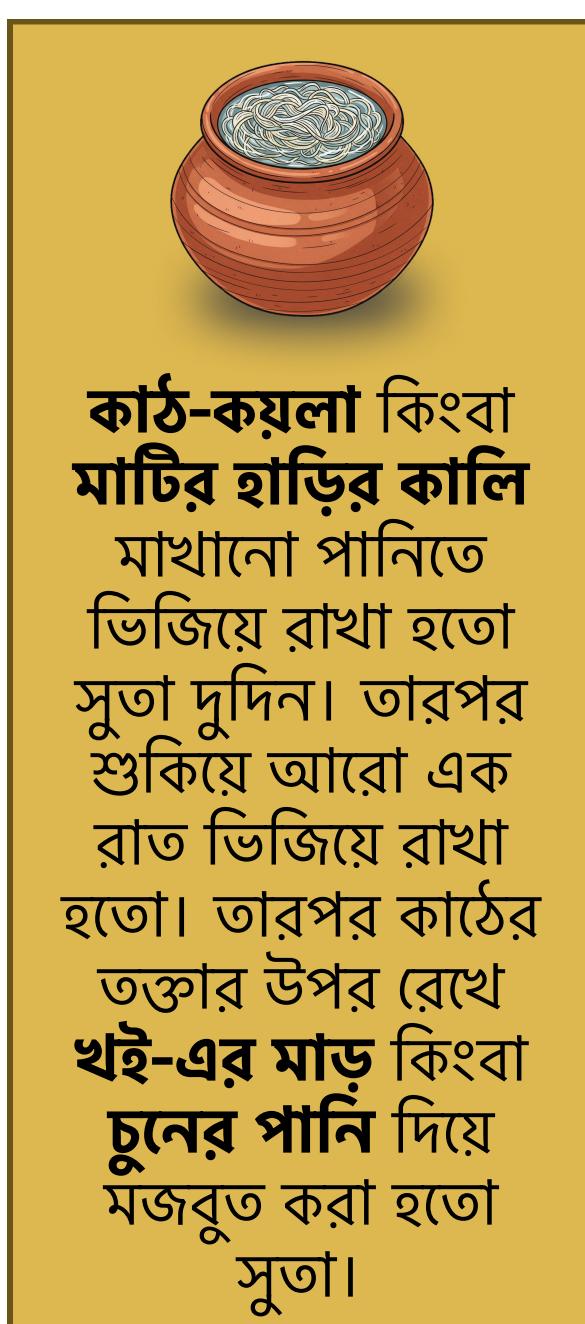
মেঘনা নদীর তীরে জন্মাতো
ফুটী কার্পাস, আর তার **তুলাই**
ছিলো মসলিনের প্রধান উপাদান।



তুলা থেকে বীজ ছাড়াতে বোয়াল
মাছের চোয়ালের হাঁড় ব্যবহৃত হতো।



সুতা তুলতে হতো আর্দ্ধ পরিবেশে, হয়তো
ভোরের আলোয় নদীর উপর নৌকায় বসে।
বয়স্করা সরু এই সুতা দেখতেই পেতেন না।



এই সুতা আরো অনেক ধাপ
পার করে তিন ভাগে তাঁতে
লাগানো হতো মসলিন বুনতে।

কেউ তাববে এই
কাপড়ের প্রতি
বর্গ ইঞ্জিতে ৮০০
থেকে ১২০০ সুতা*মিশে আছে?

ঢাকাই মসলিনের থ্রেড কাউন্ট
ছিলো অত্যাশ্চর্য রকমের।

আহা! **৩০০ ফুট লম্বা**
এই কাপড় কী অনায়াসে
একটা **আংটির ভিতর**
দিয়ে চলে যেতে পারে!
ভাবা যায়?

আহ! 'মলমল খাস'-
যেন প্রবহমান জল
(আবি-রাওয়ান)!

এই কাপড় চাই-ই চাই!
এর মতো মিহি বস্ত্র
আর হয় না।

মুঘল সম্রাট

ইউরোপীয় অভিজাত

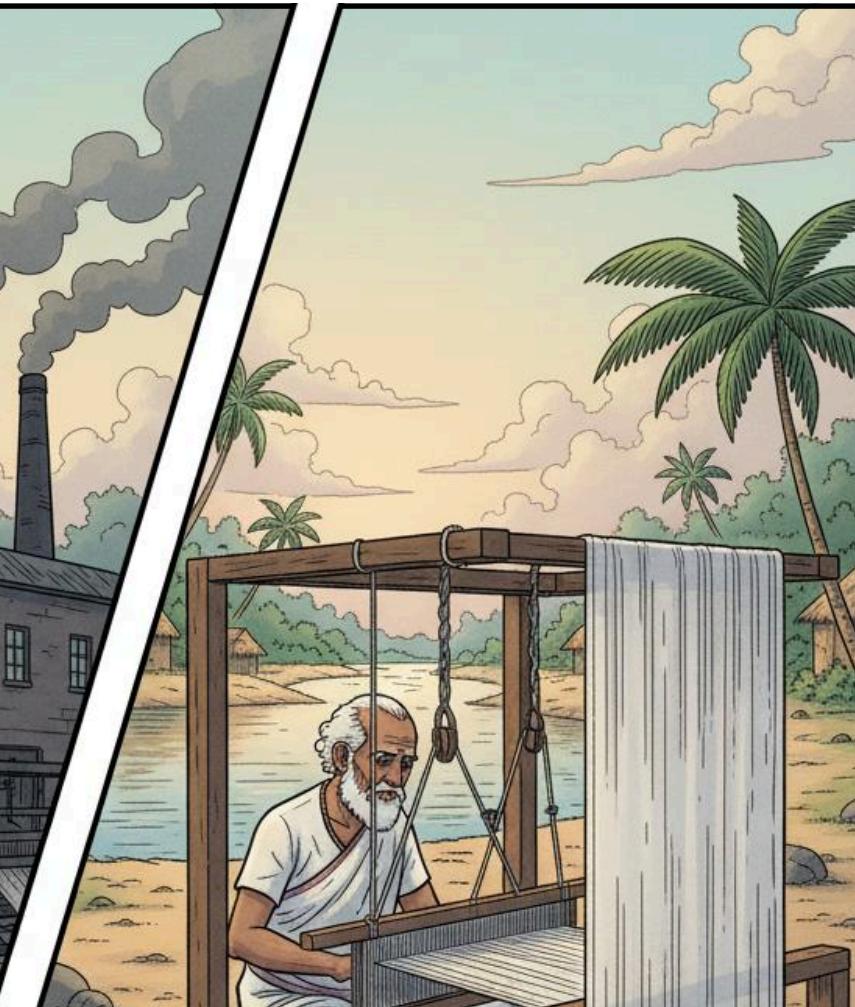
ঢাকাই মসলিনের বিপ্রজয়

মসলিনের খ্যাতি তখন
বিস্বৱোড়া। সমুদ্রপথে এই
'স্বর্ণ' যেতো দূর-দূরান্তে।

বাঃ! এই চমৎকার
ব্যবসাটা এবার
আমাদের হাতে
নিতে হবে!



ইংল্যান্ডে তখন **শিল্প**
বিপ্লব। কম খরচে
কাপড় তৈরির
প্রতিযোগিতা শুরু।



ব্রিটিশরা বিলেতি কাপড়ে কম শুল্ক
আর ঢাকাই মসলিনে **বিপুল কর**
আরোপ করে দিলো।

উচ্চ কর দিয়ে আধমরা মসলিন চাষীদেরকে কার্পাসের বদলে **নীল (Indigo) চাষ** বাধ্য করলো **নীল ব্যবসায়ীরা**।



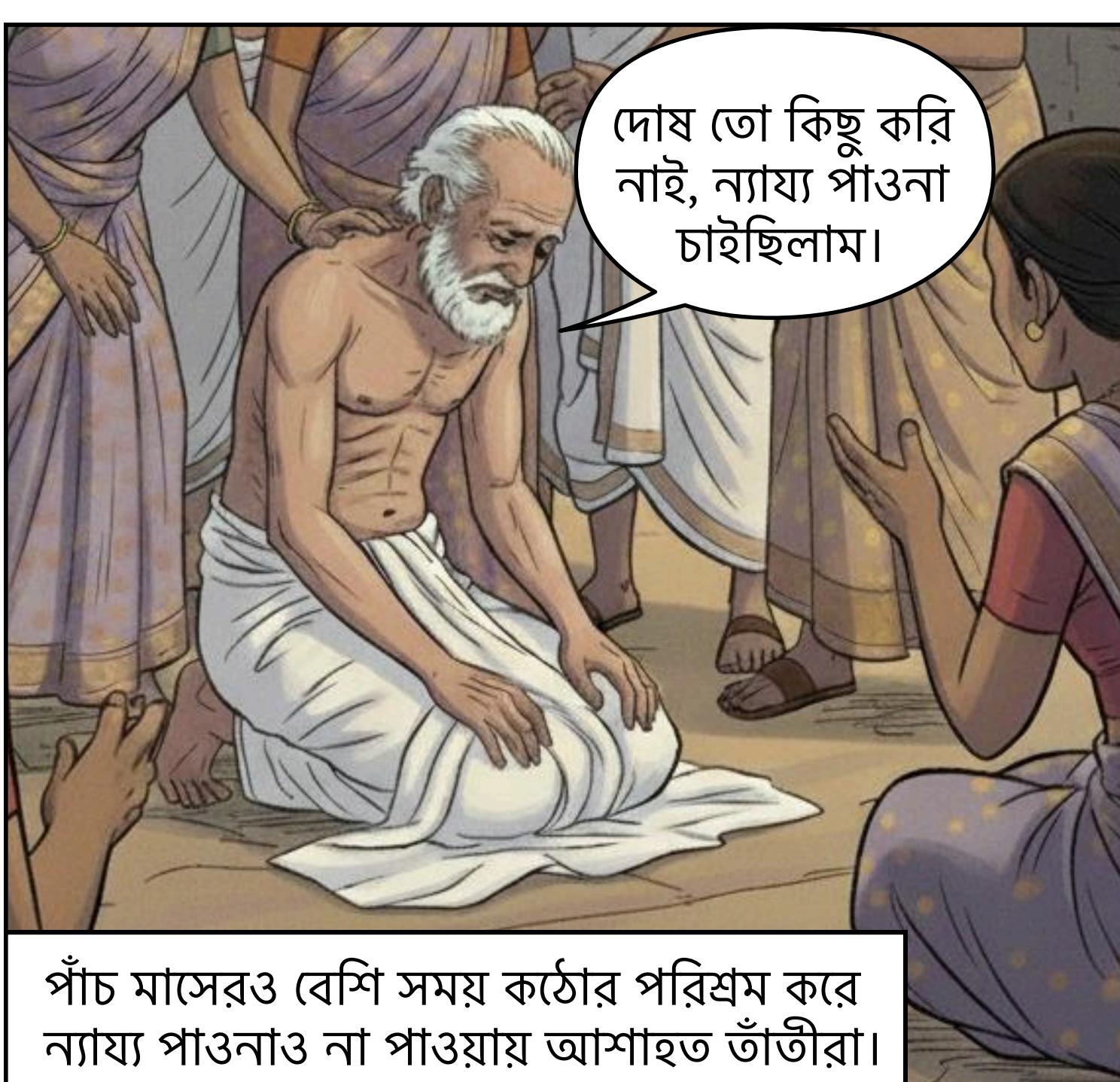
মসলিন ব্যবসায়ীরা মসলিন সংগ্রহের জন্য দেশীয় কিছু লোককে **বেতনভুক্ত গোমস্তা** নিয়োগ দিলো।



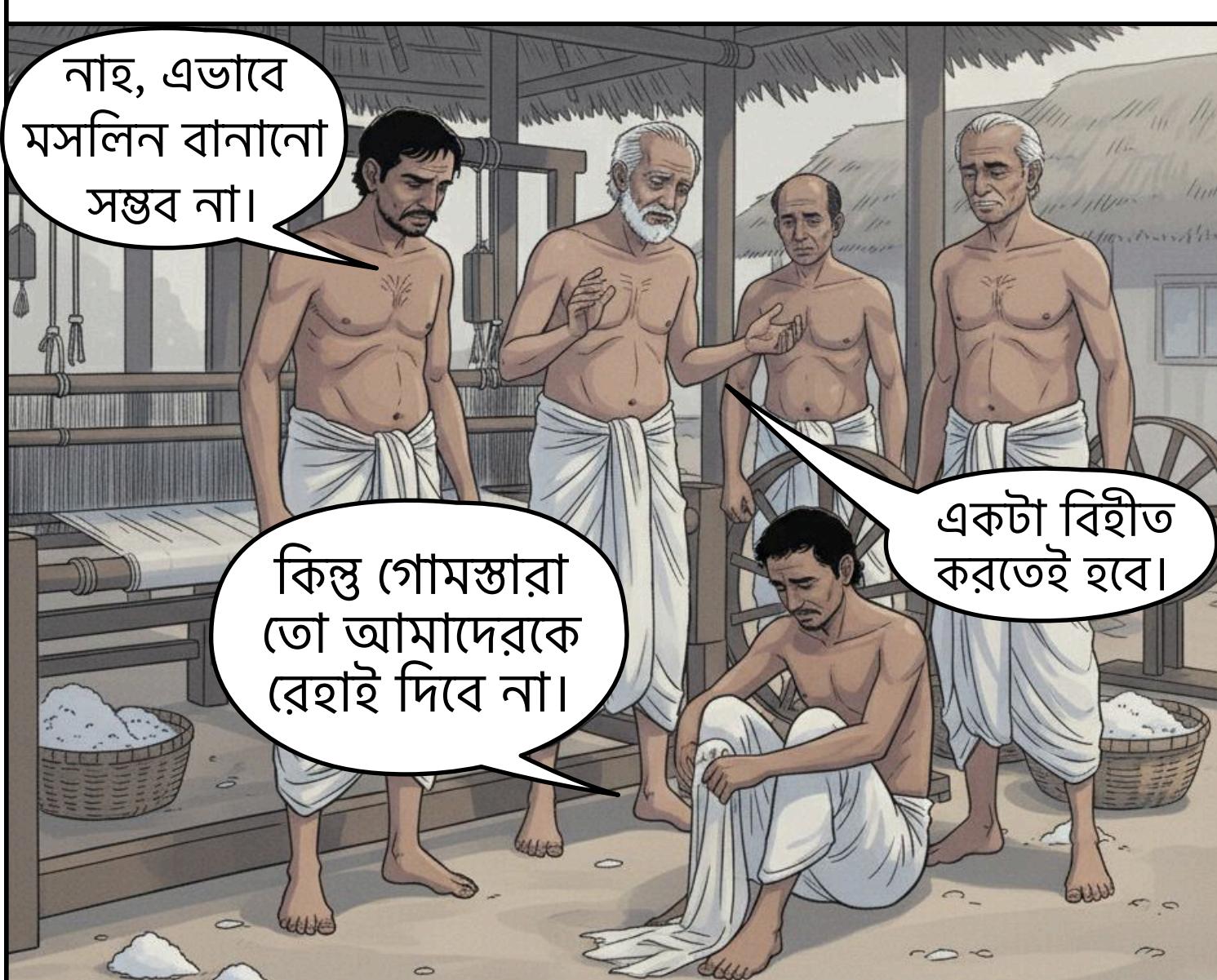
গোমস্তারা কম দামে মসলিন কিনতে বীতিমতে অত্যাচার শুরু করলো।



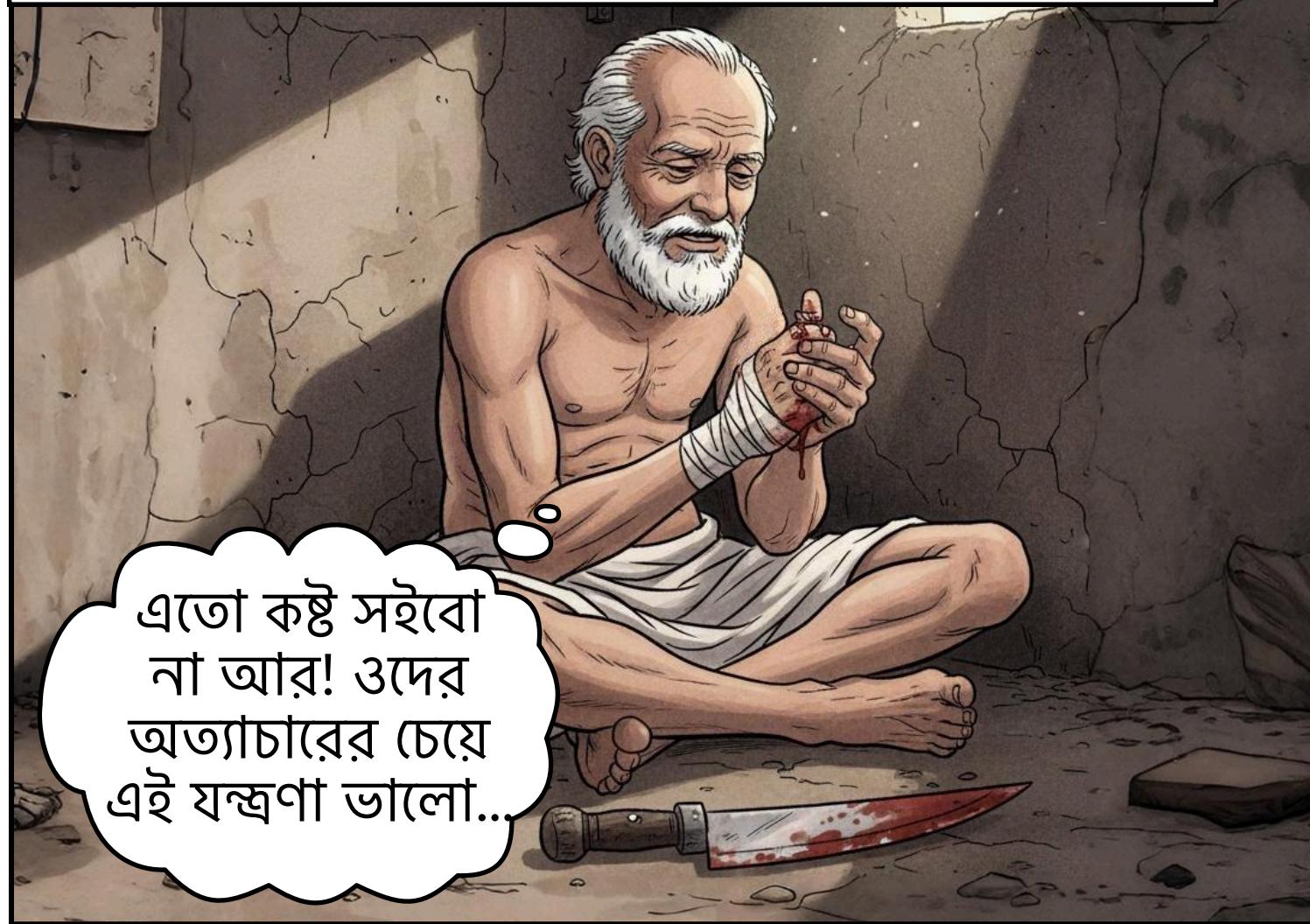
দোষ তো কিছু করি নাই, ন্যায় পাওনা চাইছিলাম।



দিনের পর দিন এভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে এই পেশা আর ধরে রাখা কি সম্ভব? গোমস্তাদের ভয়েও পর্যন্দস্ত তারা।



তাঁতীরা বুঝতে পারলেন, মসলিন বানিয়ে আর জীবন চলবে না। কিন্তু না বানালে গোমস্তারা মারধর করবে। তাদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের বুড়ো আঙ্গুল কেঁটে ফেলেন অনেকে।



গোমস্তারা হতভস্ব!
বেশি লোভ করতে
গিয়ে তারা আর
কখনো মসলিন
পাবে না।



একদিকে বিদেশী শোষণ, অন্যদিকে স্বজাতির অর্থলোভ— দুই আঘাতে বাংলা হারালো তার শ্রেষ্ঠতম শিল্প। তাঁতীরা কেউ বাধ্য হন নীল চাষ করতে, কেউ অন্য পেশা গ্রহণ করেন। তাঁদের ব্যবহৃত চরকা, তাঁত সবকিছু ধুলার আস্তরণে নষ্ট হতে থাকে।



বর্তমান সময়: বাংলাদেশী একজন গবেষক লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।



জাদুঘরের কোথাও মসলিন প্রদর্শিত হচ্ছে না। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আর্কাইভে দেখতে পেলেন এক টুকরো মসলিন। তিনি স্মৃতিকাতর হয়ে উঠলেন— আর নতুন এক আশাও দেখতে পেলেন।



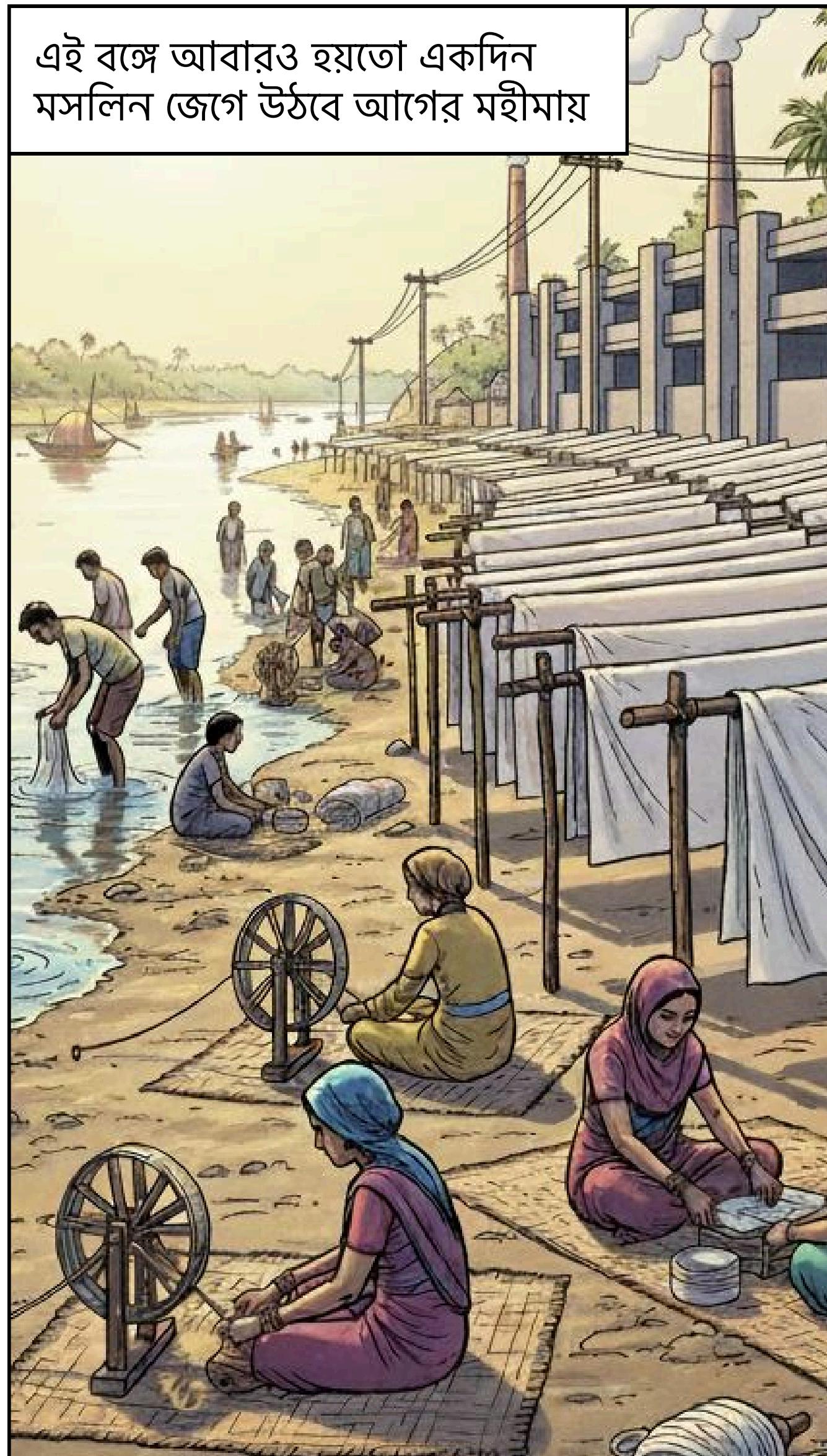
আশার কথা

বিলুপ্ত এই মসলিনকে আবারও বাঁচিয়ে
তোলার চেষ্টা করছেন কিছু মানুষ।



ছবিটি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে তুলেছেন রঞ্জন দত্ত

এই বঙ্গে আবারও হয়তো একদিন
মসলিন জেগে উঠবে আগের মহীমায়



বাংলার এই গৌরব আবারও
মাতাবে বিশ্ব— নতুন করে...



সমাপ্ত

বিশ্ব দরবারে
মাথা উঁচু করে জানান দিবে
বাংলার অমলিন সংস্কৃতি
মপলিন



একটি nishachor.com পরিবেশনা